দৈনিক
ইনকিলাব

6 APR 2003
২ কলাম ৪

হলে প্রবেশের পূর্বে দেহ তল্লাশি

কাপাসিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে নকল মুক্ত পরিবেশে দাখিল পরীক্ষা

কাপাসিয়া থেকে ফিরে মোঃ আব্দুস সামাদ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার গতকাল ছিল সাধারণ গণিত বিষয়ের পরীক্ষা।

গাজীপুর জেলার শেষ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কাপাসিয়া উপজেলা। এ উপজেলার বরুন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কাপাসিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসায় কাপাসিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রের ভ্যানু কেন্দ্র হিসেবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে গতকাল (শনিবার) গিয়ে দেখা যায় পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরের গেটে কয়েকজন অভিভাবক, শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব মাওলানা জহিরুল হক পরীক্ষার্থীদের এবং মহিলা পরীক্ষার্থীদের শিক্ষিকাদের দ্বারা দেহ তল্লাশি করানো হচ্ছে। এছাড়া হলের ভিতরও পরীক্ষার্থীদের খাতা দেয়ার পূর্বে আর একবার কেন্দ্র সচিব ও শিক্ষকগণ পরীক্ষার্থীদের শরীর তল্লাশি করেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের ৪শ' গজ দূরে কেন্দ্রের চারদিক দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইন-শৃংখলা বজায় রাখার কাজে পুলিশের সাথে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি অভিভাবক কমিটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে এবং ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার। অত্যন্ত সুন্দর মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এ পরীক্ষা কেন্দ্রটি কাপাসিয়া উপজেলা সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের চেয়ে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষা শুরু থেকে গতকাল পর্যন্ত এ পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীও বহিষ্কৃত হয়নি। গতকাল এ কেন্দ্রে মোট ৩২৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। গতকাল এ পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজ্জাদুল হাসান, সহকারী কমিশনার ভূমি মনোয়ারা ইসরাত, সহকারী শিক্ষা অফিসার আহসানউল্লাহ, থানার ওসি, আব্দুল লতিফ, কৃষি অফিসার নাজমুল হাসানকে উপস্থিত দেখা যায়। তারা সকলেই পরীক্ষা কেন্দ্রের সুষ্ঠু পরিবেশ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষা কেন্দ্র সচিব মাওলানা জহিরুল হক জানান, এ পরীক্ষার কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধ ও নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সরকারের কর্মসূচী তারা একশ' ভাগ বাস্তবায়ন করছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে নকল একটি জাতীয় অভিশাপ, নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজ লেখা দুটি ব্যানার ঝোলানো দেখা যায়। পরীক্ষার শুরু থেকে গতকাল পর্যন্ত এ কেন্দ্র থেকে কোন পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি। এ কেন্দ্রে গতকাল কোন গণিতের শিক্ষককে পরীক্ষার হলে ডিউটি দেয়া হয়নি। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকগণ গতকাল পরীক্ষা নিয়েছেন। এসব বিষয় নিয়ে এ কেন্দ্রের নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়টি এলাকায় ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। অপরদিকে রাউৎকোনা ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে গতকাল মোট ৯৭২ জন পরীক্ষা দেয় এবং ৪ জন অনুপস্থিত ছিল। এ কেন্দ্রের ভেতরের ব্যবস্থাপনা ততটা ভাল ছিল না। গতকাল অত্যন্ত গরমের কারণে এ কেন্দ্রে ৫ জন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এছাড়া গতকাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নকল করার সুযোগ না দেয়ার কারণে কতিপয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়। গতকাল কাপাসিয়ার সিংহশ্রী এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ৮ জন, হাইলজোর কেন্দ্র থেকে ১ জন এবং ঘাগটিয়া কেন্দ্র থেকে ২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা